আজকের কাগজ 47

তারিখ ... 11 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সন্ত্রাসমুখী শিক্ষা ও কৌশলী বাজেট

আমরা এমন এক দেশে বাস করছি যে, যেখানে স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তির সময় এসে গেছে। অথচ এ দেশে আজ পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা পায়নি। ফলে আমাদের দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা এক অস্থিতিশীল লক্ষ্যহীন গতিতে এগিয়ে চলছে। চলছে এক অরাজকতা। সন্ত্রাসে ভরা নৈরাজ্য। যার ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করছে।

কেনোনা, সারাদেশে যতোরকম সন্ত্রাস চলছে তার সিংহভাগ সংগঠিত হচ্ছে দেশের শিক্ষাঙ্গন গুলোতে। এটা বর্তমান সরকারের পেরিয়ে আসা বিগত দিনের পর্যালোচনায় সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ছাত্র রাজনীতির চাঁদবাজি, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ সার্বজনীন অসম্প্রদায়িক একটি সুগঠিত শিক্ষানীতির অভাব।

আমাদের দেশের বৈষম্য ঘেরা শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি মাত্র শ্রেণীকে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। তবে সেই শিক্ষা গোটাজাতিকে পুনর্গঠিত করতে সহায়ক নয়। ফলে প্রচলিত শিক্ষায় দেশে চাকরি নেই। চাকরির ক্ষেত্র নেই। কিংবা যারা দেশ চালায় তারা শিক্ষা শেষে সেই ছাত্রকে কর্মের সন্ধান যোগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ছাড়া শিক্ষার গুণগতমান ও যোগ্যতার মাপকাঠি বিচারে এখন আর চাকরি হয় না। চাকরি মানেই হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার বিনিময়। চাকরি মানেই সোনার হরিণ। চাকরি মানেই শুধু বেতনের নির্ধারিত অংকের হিসেব নয়। মোটামোটা টাকা। কাঁচাকাঁচা সুগন্ধি ঘুষের টাকা। জনগণের টাকা।

এর ফলে দরিদ্রসীমার মধ্যে যে সকল অভিভাবকগণ বাস করছেন তদের সন্তানদের ভাগ্যে চাকরি নেই। নেই চাকরি লাভের সামর্থ বা লোকবল। যাকে আজকাল চ্যানেল ট্যানেলই বলা হচ্ছে। ঐ সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত বেকারদের পুনর্বাসনকল্পে আজও প্রতিষ্ঠা পায়নি কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা। যার প্রেক্ষিতে প্রতি সময়েই বাড়ছে দেশের বেকারত্ব। যে সংখ্যা পৌনে দুই কোটি অতিক্রম করছে এবং এ সংখ্যক বেকারের সাড়ে তিন কোটি হাত বিফল-জনশক্তি হিসেবে জাতিকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলছে। যাদের মাথাপিছু গড় আয় হচ্ছে মাত্র এক ডলারের নিচে।

আর যারা মোটা অংকের বিনিময়ে কিংবা মামা দুলাভাই'র তদবিরে ওই সোনার হরিণটা ধরতে পাচ্ছে? তারা কিন্তু আবার কেউ কেউ একটু বেয়ারাগোছ-এর। যখন তখন ফাইল চাপা দেয়। দু' নম্বরী করে। ঘুষ নেয়। দলীয় শেল্টারে কালো টাকা বানাবার পথ সুগম করে। আর যারা নাকি শিক্ষা জীবন অতিক্রম করছে? তাদের মাঝে জাতীয় রাজনীতির হিংসাত্মক বলয় ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের প্রাবল্যে একজন ছাত্রকে ছাত্র থাকতে দেয়া হচ্ছে না। তাকে ছাত্র সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। ক্ষমতার মসনদ টিকাতে তাকে সন্ত্রাসী করে রাখা হচ্ছে। এমনকি ওই সন্ত্রাসীর প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে তাকে খেলতে হয় অস্ত্র অস্ত্র খেলা।

তখন একজন ছাত্র আর ছাত্র থাকছে না। শিক্ষা তখন অশিক্ষায় বিস্তৃতি লাভ করে। যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড সে শিক্ষা পুরো সমাজ থেকে এখন প্রায় বিতাড়িত। ফলে কর্মবিমুখ অনুৎপাদনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা সন্ত্রাসমুখী হতে উৎসাহ যোগায় বাধ্য করে। এতে করে তারা বসবাস করে সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্যে। যাদের অস্ত্রের ঝনঝনানি শূন্য হাহাকার করে তুলছে রিমুর মায়ের মতো অসংখ্য মায়ের কোল।

অথচ দেশে বিরাজ করছে একটি শাসনতন্ত্র। সরকার এবং সরকারের প্রশাসন যন্ত্র। যারা দেশ চালায়। শিক্ষার চাবি ঘুরায়। অথচ সেই সরকারই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্ত্রাস মুক্ত করতে ও সুন্দর পরিবেশ ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন বারবার। এতে দেশের বর্তমান এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশ ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যদিয়ে দিকহীন দিক নির্দেশনায় এগিয়ে চলছে। এর থেকে পুরো সমাজ ও জাতিকে মুক্ত করে আনতে হবে এবং এই দায়িত্ব নিতে হবে দেশের বিবেকবান প্রত্যেককে স্ব স্ব অবস্থান থেকেই। নয়তো আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনগুলো ক্রমশ রূপ নেবে অনৈতিক কাঠামোতে গড়া সন্ত্রাস নামক পাঠশালায়। কেনোনা, শুধু বর্তমান বিএনপি'র (১৯৯৪) পর্যন্ত সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ২০৮ দিন ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১৮৬৭ জন ছাত্র আহত ও ২৪ জন ছাত্রের জীবন দিতে হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্তপ্ত পরিস্থিতিরক্ষায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হয় ৫০ বার।

আলোচ্য নিবন্ধের আলোকে সহসাই বলা যায় যে, মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় যদি ক্ষমতা ও অস্ত্র শক্তির রাজনীতির বিস্তৃতি ঘটে এবং ফলপ্রসূ অস্ত্র বাজিতে মায়ের কোল খালি করার পদ্ধতির বিকাশ ঘটে তখন সেখানে আর যাই হোক অন্তত শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এ কথাটি নিশ্চিত বিফল বাক্যে পরিণত হয়। তেমনি আমাদের দেশের অবস্থাটা ঠিক ওরকম প্রায়।

অপরদিকে বর্তমান সরকার বলে বেড়াচ্ছেন শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা। অথচ শিক্ষাখাতের বরাদ্দ যে অত্যন্ত সুকৌশলে ধর্ম ও প্রতিরক্ষা খাতে ঢেলে দেয়া হচ্ছে। সে কথা তো সরকার উচ্চ বাক্যে শ্লোগান এ বলছেন না?

এ ছাড়া ৯৪-৯৫ বাজেট এ জাতীয় মোট বরাদ্দের ১৬.৬০ শতাংশ এবং চলতি ৯৫-৯৬ সালের বাজেটে ১৬.২০ সীমাবদ্ধ রেখে পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে। শুধু তাই নয় শিক্ষা খাতের বরাদ্দ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থায়ী হাজী ক্যাম্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন, ইমাম ট্রেনিং একাডেমী, মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পসমূহ এবং মসজিদ ভিত্তিক সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় কর্মসূচিসহ চারটি নতুন প্রকল্পের ব্যয় এবারের শিক্ষা বাজেটের আওতায় আনা হয়েছে।

অনুরূপভাবে এবারের শিক্ষা খাতের বরাদ্দ থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীনে জাতীয় ক্যাডেট কোরের উন্নয়ন যথাক্রমে ঢাকা-রাজেন্দ্রপুর-ময়মনসিংহ-সিলেট সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং দশটি ক্যান্টনমেন্টের স্কুল-কলেজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ছাড়াও একটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ চলতি (৯৫-৯৬) শিক্ষা বাজেটের বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে শিক্ষা খাতের নাম ভাংগিয়ে ধর্ম ও ধনীক সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুযোগ পাকাপোক্ত করা হচ্ছে।

অথচ যেখানে এদেশের ছাত্র সমাজ বারবার একটি গণমুখী অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির দাবি জানিয়ে আসছে সেখানে সরকার অত্যন্ত কৌশলী কায়দায় বৈষম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা তথা ধর্ম ও প্রতিরক্ষার সঙ্গে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা অঙ্গীভূত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হচ্ছে।

কামরুজ্জামান মুকুল
শেরপুর সাহিত্য পরিষদ
হাসপাতাল মোড়, নকলা–২১৫৫।
শেরপুর।